শিরঃপীড়া ও অন্যান্য সংবেদ

শিরঃপীড়া ও অন্যান্য সংবেদ
সৌম্য সালেক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
শিল্পী হাশেম খান-এর চিত্রকর্ম

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ১৫০ টাকা

Shiropira o Annayanno Sangbed by Soumya Salek Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 150 Taka RS: 150 US 7 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97227-6-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

আহমাদ সালেকিন
আহমাদ আরিশ
প্রিয় পুত্রদ্বয়
মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াও

সূ চি প ত্র

স্বপ্নিল সন্ন্যাস ৯
প্রেমে নেই ১০
দূরে কোথাও ১১
এই নিদাঘে ১২
শুক্রবারে ১৩
মন জ্বেলে ১৪
রাজশকুনির মৃত্যু ১৫
ঋতুহারা ১৬
দীর্ঘশ্বাস ১৭
বৃক্ষে সলিলে ১৮
যাব যখন ১৯
সাড়া ২০
সংবেদ-ছত্র ২১
ইনটিউইশন ২৩
শিশুদের দেখা ২৪
২৫ পুষ্পগুঞ্জন
২৬ এখানে
২৭ আজকালের কড়চা
২৮ খেপা শহিদুলের মৃত্যু
২৯ মৃগহরণ
৩০ চোখের অসুখ
৩১ হত্যার সমীকরণ
৩২ ১৯৭৫ এবং আজ
৩৩ এক রুটিওয়ালীর আর্তনাদ
৩৪ শিরঃপীড়া
৩৫ আনন্দনগরে
৩৬ যৌবন
৩৭ আমার সময়গুলো
৩৮ দরবেশগঞ্জের কড়চা
৪০ উত্তরাধিকার

স্বপ্নিল সন্ন্যাস

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব আমি
নিজের আড়ালে চুপ
কোথাও যাব না আর
প্রেমের জন্য রমণীর কাছে না
যাব না সুবাসের খোঁজে বনপুষ্পলোকে
সুর খোঁজে রাখালের পিছে না
যাব না বাতাসের টানে সাগরে

আমি আর কোথাও যাব না
কোথাও যাব না আমি
আমার হৃদয়ে প্রেম ফাল্গুন মধুমাস
আমার হৃদয়ে চির উৎসব সুধা-রাস
কেউ এসে খুলবে বুকের খিল—
ভাঙবে মোহন-জটা
গান হবে তার সাথে, হবে চিন-পরিচয়
জেগে আছি পথ চেয়ে আমি তার স্বপ্নিল সন্ন্যাসে...

টিকাটুলি, ঢাকা/ ১১ মার্চ ২০২২

প্রেমে নেই

প্রেমে নেই বহুদিন
বহুদিন শুষ্কমুরুতে একা গান করি প্লাবনের
বহুদিন নেই কারও সজল চাহনি—নবীন ইশারা
বহুদিন দিনগুণি প্রতীক্ষার
পায়ে পায়ে আনন্দ জাগাতে এসে বলবে কেউ গোপন কথাটি
বহুদিন অন্বেষার আঁখি করুণ সজল—
বাঁধবে কেউ হৃদয়ের নদী—প্রেমের কমল বুনে
বহুদিন আসেনি কেউ
বহুদিন স্নেহছায়াহীন
বহুদিন পুড়ছে মন পরবাসী
কেউ এসে না বলেই ফিরে যাবে ভেবে ঘুম নেই বহুদিন
বহুদিন আর্ত কেটেছে
বহুদিন পারের পিপাসা বুকে
বহুদিন তপ্তমরুতে একা
বহুদিন প্রেমে নেই
প্রেমহীন আর কতদিন...

স্বামীবাগ, ঢাকা/ ০২ সেপ্টেম্বর ২০২২

দূরে কোথাও

দূরে কোথাও মাঝিদের গানে নাও হাঁকিতেছে চর ঈশানের দিকে, যেখানে
ঝোপের আড়ালে আছে
কলমি-কমল মধুহরমতি, যেখানে আম-জামের বাসে শিশুদের উৎসবে জাগে
নিদাঘের মাস।
দূরে কোথাও পুথি-গানে ঢুলুঢুলু তীব্র বোধনে মজে আছে পাড়া, আগাম
ভাবনার চেয়ে সত্য যেখানে কোনো পরদেশি জানকীর জীবনের গানে-গল্পে
ডুবে নিশীথে সাদা উঠোনের কোণে বসে পাখি-উড়ালের সুরে ভাসা!
দূরে কোথাও, দখিন হাওয়ার রাসে মেতে আছে ফসলের খেত, কুঁজ-
হিজলের মূলে বসে একাকী রাখাল নব-ভাসানের গীত করছে রচনা...

কবে ছুটি হবে, কবে দেখে নেব সেইসব উড়োউড়ি জাল-জল ধীবরের নায়ে
ভেসে ভেসে—
কবে নেব লিখে হৃদয়ের অপরূপ আর্শিতে...

চাঁদপুর অভিমুখে লঞ্চে/ ২০ এপ্রিল ২০২২

এই নিদাঘে

যেদিন তুমি চলে গেছ সেদিন থেকে শহরে কাকের উৎপাত বেড়ে গেছে;
যেদিকে তাকাই শুধু অনিয়ম-অধপাত, পথে-ঘাটে কর্দমের স্তূপ—কা কা
কলহ-করাল, চারদিকে ভনভন-সারা খিন্ন মাছির ঝাঁক!
এই হলাহলে, এই নিদাঘের নিদানে তোমার প্রতীক্ষার দায়ে অস্থির বিবমিষা
চেপে আমি কোনোমতে পড়ে আছি—শহরের নগ্ন চোয়ালে...

স্বামীবাগ, ঢাকা/ ১৩ এপ্রিল ২০২২

শুক্রবারে

একদল জমানো ঘুমগুলো পুষিয়ে নেয়
একদল সতেজতা নিয়ে জেগে ওঠে খুব ভোরে
একদল টুকিটাকি কাজগুলো করে ফেলে
একদল সপ্তাহের কেনাকাটা সেরে নেয়
একদল নগর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে দূরগাঁয়ে
একদল আয়েশ করে খেতে বসে
একদল খোদার কাছে কী কী প্রার্থনা জানাবে তার সূচি সাজিয়ে নেয়
এভাবে ব্যস্ত জীবনে শুক্রবার আসে শান্তি ও শুভাশিস বয়ে
শুধু একদল আছে জীবনের হাটে যারা বিকিয়েছে সবকিছু
অবকাশ পালিয়েছে, বিপন্ন ওরা—
কী বিষণ্ন দেখো মুখ!

শিল্পকলা একাডেমি, রমনা/ ০৪ মে ২০১৮

মন জ্বেলে

এখন ভাঙার কিছু নেই
যা ছিল গুঁড়িয়েছে
অনাহত শীতের শাসনে

এখন গড়ার কিছু নেই
যা ছিল ধসে গেছে
সীমাহীন পীড়নে পেষণে

অব্যাকুল অধিরাত;
মাঘের মহিমা শুধু জেগে
হাড় নেই, খড় নেই
মন জ্বেলে মাংস পোড়াও!

টিকাটুলি, ঢাকা/ ১৫ ডিসেম্বর ২০২২

রাজশকুনির মৃত্যু

নতুন শিশুটি তার আকাশে মেলবে পাখা
চোখে শ্যেন দৃষ্টি, কুড়াবে আহার
জন্ম দিবে নব নব জীবনের শাঁস—
আকাশ পূর্ণ হবে কান্তারের অমেয় আশ্বাসে

ওর স্বপ্নসার জমা ছিল একটিমাত্র ডিমের চারপাশে—বন্ধনে-কুসুমে
সেই সার গুঁজে রেখে বৃক্ষবাকলে একদিন উড়ে চলে স্বপ্ন ও সংশয়ের
শূন্যতায়
পরেদিন দৃষ্টি ফেলে খালের কিনারে দেখে সে মৃতপ্রাণ, নতুন খাদ্যের খোঁজ;
মাংস নিল, যতটা সম্ভব ছিল
তারপর ঘরমুখে উড়ালের পালা
অকস্মাৎ কোথা থেকে এলো বাজ
তীক্ষ্ণ বুলেটের ঘাতে—উড়ে গেল মুণ্ডুটি
মুণ্ডুহীন দেহ তড়পায় মাটি খুঁড়ে

আপন জীবনের জন্য যত ব্যথা, তারোধিক ব্যথায় সে ঝাপটায় ডানা
শকুন যে লুপ্ত হবে এইবার—
তাই সহস্র-চেতনার বরে মৃত্যুকে ফিরাতে সে চায়
তবু দুরাশায়—তৃষ্ণার হলাহলে তবু সে মরে যায়!

ছাগলনাইয়া, ফেনী/ এপ্রিল ২০২১

ঋতুহারা

সন্ধানে আছি কোন হাওয়া গ্রীষ্মে বয় পোড়ায় পত্রালি
মধুমাসে কোন বায়ু ছড়ায় সুবাস
বজ্রঝড়ে নাচায় চরাচর;
জ্যৈষ্ঠের উগ্র আগুনে পোড়াব হৃদয়!

ঝুম বর্ষায় ভিজে পাহাড়ের দিকে যাব
ঢালে বসে দেখব খেলা সবুজের
হলুদ পাখির সাথে মিতালি গড়ে
অরণ্যের বার্তা পাঠাব তোমাদের!

শরতে সাদা মেঘের দিশা ধরে উত্তরে যাব
যেখানে কাশবন স্বর্গের শুভ্রতায় জ্বলে
প্রভাতে শিউলি ঝরে জানায় স্বাগত!

নদী প্রশান্ত হলে ছুটে যাব তার কাছে
মেঘনা-মুহুরী-সোনাই-লহর আরও কত নদী ছুটে দক্ষিণে
না'য়ে বসে শুনব পারের গান—
নিথর হেমন্ত-রাতে শিশিরের শিহরণে;
তারপর সুস্থির আবাহনে কোনো এক চাষির উঠোনে যাব
নতুন ধানের দেশে কাটাব অঘ্রান।

শীতে উষ্ণ হতে দিব ছুট সাগরের দিকে
শরীরে বালুকা মেখে মগ্ন হব গভীর নিনাদে
বনপত্র জড়ো করে জ্বালাব আগুন
জলফুঁড়ে উঁকি দিবে সূর্যের লাল
উবু হয়ে সেই দৃশ্য দেখব একাকী!

ঋতু ঋদ্ধ হলে দিকে দিকে ফোটে ফুল, আনন্দ ছড়াতে লাগে বনের পাখিরা
আমার এ-ফুলে ও-ফুলে মন দিশেহারা মৌতাতে—
মধুবাসে, পক্ষিনীর শীসে আর বসন্তের নগ্ন-প্রাপনে
ফুল ও মধুপের রণে পরাজিত আমি হারাব চৈতি রাতে
আর ফিরব না লোকালয়ে!

স্বামীবাগ, টিকাটুলি/ ০৩ জানুয়ারি ২০২৩